নারীর ক্ষমতায়ন অন্তর্ধান রহস্যে জাগ্রত জনতা
সোনা কান্তি বড়ুয়া

দেশে বিদেশের বাঙালি সমাজ সহ আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কন্যা জাতীয় মহিয়সী মহিলা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারাগার থেকে নিঃশর্ত মুক্তি কামনা করছি। দেশলক্ষী শেখ হাসিনা আমাদের স্বাধীনতা ইতিহাসতত্ত্বের মর্মভেদী ‘দেবদূত’ বা বঙ্গদেবী। বাংলাদেশের আত্মঘাতী রাজনীতির শতরঞ্জিতে ”সংবিধান বধ” কাব্যের মহড়ায় আসল দুর্নীতি ও হত্যাযজ্ঞকারী একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদেরকে   গ্রেফতার না করে কদম কদম রাজনীতির পাঁচালী রচনা কেন? । দিনের পর দিন অঘটন -ঘটন পটীয়সীর দাবাখেলায় মনে হচ্ছে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে বাংলাদেশ আকণ্ঠ নিমজ্জিত। সৌদী সরকার জেঃ এরশাদকে গাড়ী উপহার প্রদান করেন এবং নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ডঃ ইউনুসের নামে সৌদী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘চেয়ার’ রেখে বাংলাদেশের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। অথচ ইরানের নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী শিরিন এবাদী নারী বলে কি সৌদী সরকারের অভিনন্দন যোগ্য নহেন? নারী বিদ্বেষী আরবের ওয়াবি মার্কা সৌদী সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বাংলাদেশের জামাত, যারা দেশের নারী সমাজকে আলেমদের চেয়ে নিকৃষ্ঠ মনে করেন। অমুসলমান এবং নারীর ক্ষমতায়নে মৌলবী সাহেবদের ভয় কেন?

সম্প্রতি মার্চ ৪, ২০০৮ সালের টরন্টোর বাংলা কাগজ পত্রিকার ছয় পৃষ্ঠায় লেখক কাজী আদর গৌতম বুদ্ধের ধর্মকে অপব্যাখ্যা করে লিখেছেন, “নারীদের সংস্পর্শে থাকলে পুরুষরা স্বর্গলাভ থেকে বঞ্চিত হবে- এমন নিদান দিয়ে গেছেন বুদ্ধ তাঁর অনুসারীদের।” গৌতমবুদ্ধের মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রের (ঢাকা যাদুঘরে সংরক্ষিত অষ্ঠ
সহস্রিকা মহা প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রের পুঁথি) আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়ে ‘সম্রাট বিম্বিসার ও সম্রাট অশোক দক্ষিন এশিয়ার নারী সমাজ কে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। লেখক কাজী আদর অহিংসা পরম ধর্মের উল্টো বাঁকের রূপরেখায় বাংলাদেশের দুই নেত্রীর বিরুদ্ধে বুদ্ধ বাণী উপস্থাপন করেছেন। পাক সেনা সহ জামাত শাসিত একাত্তরের ষড়যন্ত্রের ডাডাবাজিতে

ত্রিশ লক্ষ মানব সন্তানের অকাল মৃত্যু ও আজকের তদারকি সরকার একাত্তরের যুদ্ধাপরাধের বিচার কবে শুরু করবেন? পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশকে হালাল করা হল কিন্তু পূর্ব বাংলাকে ধর্মান্তকরনে 'পূর্ব পাকিস্তান' নামান্তর করে বাংলা সভ্যতা ও সংস্কৃতির দু:খের দিন রচনা কালে ধ্বনিত হল, " যে সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী / সে সব কাহার জন্ম নির্নয় ন জানি।" ধর্মের জাদুমন্ত্র দিয়ে জামাতি তস্করগণ ধর্মভীরু বাঙালি মুসল্লীদেরকে কাবু করে রেখে হত্যাযজ্ঞের পাপ গোপন করে রাজনীতির সিংহাসন দখল করার স্বপ্নভঙ্গ হল কি? পাকি-পন্থী জামাতিরা পাকিস্তানের লাল মসজিদে কারবালার বিষাদ সিন্ধু রচনার কান্ড দেখে বুঝতে পেরেছে "পাপ বাপকে ও ছাড়ে না।"

৮ই মার্চ বিশ্ব নারী দিবস। গৌতমবুদ্ধ নারীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের মানসে নারী সমাজকে রাষ্ট্রিয় ও সরকারী পর্যায়ে মাতৃ জাতির প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে প্রাচীন ভারতের মগধ সম্রাট বিম্বিসার, কোশল রাজ প্রসেনজিৎ সহ ১৬ টি মহাজনপদের মহারাজাগণকে কে আহবান করেছিলেন। ধর্মের নামে আমাদের মা বোন ও প্রিয়তমাকে গালাগাল করা এবং সরকারী পর্যায়ে নারীর প্রতিনিধিত্ব বঞ্চিত করা অমানবিক অপরাধ। বিশেষত: অহিংসা পরম ধর্মের মাধ্যমে নারী বিদ্বেষকে হালাল করার কথা সভ্য সমাজে সমাদৃত ঘটনা নয়। অহিংসা পরম ধর্মে নারী বিদ্বেষ জুড়ে দেয়ার সময় বইয়ের নাম বা রেফারেন্স থাকা বাঞ্চনীয়। গোড়াতে লেখকের ভুল নজরে পড়ে। সুদীর্ঘ ছয় বছর যাবত রাজ সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থ কঠিন ধ্যান সাধনায় ক্লান্ত। সেই সময় বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রেষ্ঠি কন্যা সুজাতা রাজর্ষি সিদ্ধার্থ কে উত্তম পায়সান্ন দান করেন। উক্ত দেবদুর্লভ পায়সান্ন আহার সিদ্ধার্থ ধ্যান চিত্তে ভোজন করার পর তিনি গভীর সাধনায় মগ্ন ছিলেন। অতঃপর পূর্ণিমা রাতের প্রথম প্রহরে সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করেন।

উক্ত পণ্ডিত লেখক ধান ভানতে শিবের গীত গেয়েছেন, "দু' নেত্রীকে রাজনীতি থেকে বিদায় করার দায়িত্ব কার" শীর্ষক রাজনৈতিক প্রবন্ধ বিচার বিশ্লেষণ করার নানা উপকরণ পরিবেশন করতে গিয়ে লেখক বুদ্ধ বাণীর উল্টো ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করে গেলেন। বৌদ্ধধর্মের অগোছালো ব্যাখ্যায় পাঠকসমাজকে ফাঁকি দেওয়া তো সহজ ব্যাপার নয়। সতীনের ছেলে দিয়ে সাপ ধরা তো ভারী বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু লেখকের জানা উচিত ছিল (১) ভিক্ষু সংঘ (২) ভিক্ষুনী সংঘ (৩) উপাসক সংঘ এবং (৪) উপাসিকা সংঘ নিয়ে বৌদ্ধধর্মে "মহাসংঘ" আজ ও বিরাজমান। বৌদ্ধধর্মে প্রতিটি মানব সন্তানই নির্বান লাভ করার অধিকার আছে। বৌদ্ধধর্মে নারী নির্বানতত্ত্বের মর্মভেদী অগ্রদূত এবং ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রে গৌতমবুদ্ধের উপদেশ ছিল, "আর্য্য অষ্ঠাঙ্গিক মার্গের অনুশীলনে সিদ্ধিলাভে যে কোন নারী বা পুরুষ নির্বান লাভ করতে পারবেন।" লোভ লালসার সাইকোলোজি (মনস্তত্ব বিদ্যা), বিদর্শন ভাবনা এবং 'অহং' (ইগো বা অহমিকা) কে জয় করার পরে গৌতমবুদ্ধকে জানা যায়। ইচ্ছা বা ষড়রিপুকে জয় (কঙ্কোয়েষ্ঠ ওব হ্যাপিনেস) করার পর "মিলন হয় মনের মানুষের মানুষের সনে।" ইহাই নির্বান লাভের একমাত্র পথ।

আজকের তোতা কাহিনীর শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্ম সম্বন্ধে 'না বোঝার ভার' বইতে অনেকে নারাজ। ড্যানিস কার্টুন ও আফগানিস্তানের বামিয়ান বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস ধর্মের নামে বিদ্বেষের পারদ

চড়ানো তো মানবাধিকারের নীতিমালা নয়। আলকায়দার অমানবিক ধর্মের দর্প খর্ব হল কেন? আমাদের দুই নেত্রী মুসলমান মহিলা। আজকের (৮ই মার্চ) আন্তর্জাতিক নারী নববর্ষ দিবসে আমাদের প্রশ্ন: লেখক কাজী আদর বুদ্ধের নাম দিয়ে কি হাসিনা ও খালেদাকে অপমানিত করতে চান? । রাজনীতির রসায়নে হিংসা উন্মত্ত পরিবেশে অহিংসা পরম ধর্মে নারী বিদ্বেষের যুক্তি খুঁজে বের করতে গৌতমবুদ্ধকে নিয়ে টানাটানি কেন? বুদ্ধের উপদেশ বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত ‘চন্ডালিকা’ ও ‘পূজারিণীতে’ আমরা পড়েছি যে, বুদ্ধের অনুশাসন ছিল সকল প্রাণী সুখ কামনা করা। গৌতম বুদ্ধ মানবাধিকার নিয়ে ব্রাহ্মণ শাসকদের বিরুদ্ধে যুক্তি ও লজিক (কারন) দিয়ে যুদ্ধ করেছেন। সিদ্ধার্থের (বুদ্ধ) পত্নী রাজকুমারী যশোধারা এবং মাসী (সৎমা) মহাপ্রজাপতি গৌতমী সহ হাজার হাজার নারীকে গৌতমবুদ্ধ ভিক্ষুণী ধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন।   (২)

“যুদ্ধাপরাধীদের বিচার” শীর্ষক নানা মন্তব্য প্রতিবেদন মালা দেশপ্রেমিক নাগরিক আন্ত রীকতার মর্মভেদী স্পন্দন জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রকাশিত হচেছ যাহা আমাদের প্রান ছুঁয়ে যায়। জামাতের সাম্প্রদায়িক কার্ড বিপাকে এবং গত বছর তাদের অন্যতম নেতা কুখ্যাত আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্যে দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় বহে গেছে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে দেশের জনতা সহ আমরা ” মানবতার দুই কানকাটা নির্লজ্জ যুদ্ধাপরাধীদের দুর্নীতি ও একাত্তরের হত্যাযজ্ঞের বিচার চাই।” কারন পবিত্র ইসলাম ধর্মকে হাইজাক করে জামাতের জঙ্গিরা পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর বন্ধু হয়ে একাত্তরের হত্যাযজ্ঞ শুরু করেছিলঅনেকদিন থেকে আমাদের ইতিহাসের পাতা রক্তে ডুবে আছে। আজও মনে পড়ছে একাত্তরের পাকিস্তানের ধর্মমার্কা অন্ধকার রাজনীতির জোয়ারে পাকবাহিনী ও তার দোসর স্বদেশী রাজাকার সহ আলবদর চক্র সংখ্যালঘু নির্মূলকরণ অপরাধেও অপরাধী। বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা ও গণতন্ত্র নষ্ট রাজনীতির দুষ্ট জামায়েতের অধীনে নয়। ধর্মকে রাজনীতি নামে হালাল করে আমাদের জাতীয় জীবনে দু:খের মহাসমুদ্র রচনা করা হল। স্বার্থবাদী সমাজ সৃষ্ঠির শুরুতে ধর্ম গ্রন্থে রাজনীতিকে সনাতন জাতিভেদ প্রথায় স্বীকৃতি দেওয়া গেল। পরে ধর্মকে শাসক শ্রেণীরা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে সাধারণ জনগণমনের মানবিক অধিকার সমূহ কেড়ে নিয়ে যাবার নানা ঘটনা ইতিহাসে বিরাজমান। ধর্মের রসের হাঁড়িতে রাজনীতি কত মজাদার তা জেনে শুনে একাত্তরের হত্যাযজ্ঞের কুখ্যাত নায়ক গোলাম আযম ”পাকিস্তান বিভক্তি ও বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের বিষাদময় কাহিনী” শীর্ষক ধূর্তামিনামা রচনা করে সে পাকি মার্কা ধর্মকে বাঙালি জাতি ও সংস্কৃতি বলার মিথ্যা রচনার সূত্রপাত করল ২০০2 সালে। এমন কি নানা ষড়যন্ত্র ও বিকৃতির কবলে গত বছরের ২৮শে অক্টোবরের সংঘটিত হত্যাকান্ড খুনের দায় এড়িয়ে সব দোষ ১৪ দলে উপর মিথ্যা আরোপ করে এখন ভিকটিম হতে চাচেছ জামায়াত (ইনকিলাব, ২৭ অক্টোবর, ২০০৭)।

কারন যে কোন ধর্মের পুরোহিত বা মোল্লা - মাফিয়ার ষড়যন্ত্র থেকে আজকের বাংলাদেশ মুক্ত নয়। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সহ গণতন্ত্রের বুক গ্রেনেডে বিধ্বস্ত। দিনের পর দিন আমাদের বাংলাদেশে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান মহিলাদের জীবন নিয়ে তথাকথিত ধর্মের ঠিকাদারেরা

অমানবিক নির্যাতিন চালাচ্ছে। আর গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলে রাষ্ট্রপতি নিয়ন্ত্রিত দেশে সংবাদ মাধ্যমে ঢাক বাজিয়ে কোনো লাভ নেই। খালেদা-সাঈদী ও নিযামীর শাসন কালের অনাচার, অবিচার ও বঞ্চনার বিচার কবে শুরু করবেন? আসল বিচারের ব্যবস্থা না করে দুর্নীতির মাফিয়া - চক্রে রাজনীতির মস্তক বিক্রয় করলেন মাসের পর মাস। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্টের আগে পাকিস্তান নামে কোন দেশের নাম পৃথিবীতে ছিল না। পাকিস্তানের জাতির পিতা কায়দে আযম মোহাম্মদ আলি জিন্নার দৃষ্ঠিতে আমাদের হাজার হাজার বছরের বাপ দাদার পুরানো মাতৃভাষা 'বাংলা ভাষা' ইসলামিক ভাষা নয়।

আমাদের জাতীয় মনস্তত্বের গভীরে জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বের অন্ধকার দার্শনিক আল্লামা ইকবালও মহাত্মা গান্ধী সহ প্রাচীন চর্যাপদের অহিংসার বিশ্বপ্রেম, মৌলানা আজাদ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং বঙ্গবন্ধুর মানবতাবাদে পুরোপুরি আলোকিত হয়ে ওঠেছে। কারন ধর্ম নামক সাম্প্রদায়িক (জামাত, বি জে পি, মুসলিম লীগ, শিবসেনা) শক্তিসমুহের বিষদাঁত সমূলে উপরে ফেলতে হবে। আজকের শুভ সংবাদ "ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও যুদ্ধাপরাধীদের নির্বাচন নিষিদ্ধে ইলেকশন কমিশন একমত" (ইত্তেফাক, অক্টোবর ৩১, ২০০৭)। কারন ধর্ম ও রাজনীতি দুটো আলাদা জিনিষ।

বাংলাদেশকে গায়ের জোরে জোট সরকার ও আই. এস. আই পাকিস্তানের (ভোরের কাগজ, জুন ২৯, ২০০৭, "কলকাঠি নাড়ে পাকিস্তান), অধীনে রাখার ষড়যন্ত্র বানানোর পরও একাত্তরের ওয়ারক্রাইমের বিচার নিস্পত্তি না করে অগুন্তি প্রশ্ন জিঁয়ে দিয়েছে আই.এস. আই-এর মনোনিত ইসলামিক জঙ্গী গুষ্ঠির সদস্যগণ। অথচ আমেরিকার প্রতিরক্ষা সেক্রেটারি রামস্ ফিল্ড্ পদত্যাগ করতে না করতেই জার্মানের আদালতে তার বিরুদ্ধে ইরাকে ওয়ারক্রাইমের জন্য বিচারের দাবী করা হয়েছে। সরকার খোঁজ নিলেই দেখতে পেতেন, উক্ত আই.এস. আই-এ মনোনিত জোট সরকারের সদস্যগণ কেউ নিজ গুণে সদস্যপদ পান নি, কোনো না কোনো ভাবে ইসলামিক জঙ্গী ও রাজাকারদের গিভ্ এন্ড টেক্ নীতির পৃষ্ঠপোষনা করে পেয়েছেন। এইসব প্রাপকদের চেহারাগুলো কিন্তু নানা ধরণের। এমনকী বাইরে থেকে দেখেও বোঝার কোনো উপায় নেই, রাজাকার সহ পাকিস্থানের গোয়েন্দা সংস্থা আই.এস. আই-এর কাছে কার শীরদাড়া কোথায় কতটা বিকিয়ে গিয়েছিল। কার টুপি কোথায় বাঁধা ছিল। ধর্মের নাম দিয়ে অনেক বছর ধরে হাজার হাজার ইসলামিক জঙ্গীরা নানা উপায়ে টাকা কামাচ্ছে, খালেদা-সাঈদী ও নিযামী মাফিয়া আমাদের সংবিধান এবং হাইকোর্টের দন্ডাদেশ না মানার সাহস করেছিল কেমন করে? (৩)

এই পরিবেশ একদিনে তৈরী হয়নি। এর পিছনে এক গভীর ষড়যন্ত্রের দ্বিজাতি তত্ত্বের ইতিহাস রচিত হয়েছিল ১৯৭৫ সালের গোড়ার দিকে সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের একটি উপ অনুচ্ছেদ ১২২ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করা হয়েছিল, যার ফলে পাকিস্থানের দালালরা ভোট দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ্য যে, একাত্তর সালে মতিউর রহমান নিজামী ও জামায়েতে ইসলামী দ্বারা সংখ্যালঘু ও মুক্তিবাহিনী হত্যার প্ররোচনার বহু সংবাদ ও দলীয় মুখপত্র আছে। জেনারেল জিয়ার রাজত্বকালে পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা, বোমাং সহ সংখ্যালঘু

সম্প্রদায়কে হত্যা, ধর্ষণ, অত্যাচারে মুসলমান বানানো হয়েছিল ছলে, বলে, কলে ও কৌশলে। দিনের পর দিন গভীর অরণ্যের চাকমা মেয়েদেরকে ধরে ধর্ষণ করেছে এবং মুসলমান ধর্ম অবলম্বনের জন্য বাধ্য করা হয়েছে। অনেক সংখ্যালঘু অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ভারতবর্ষে পালিয়ে গেছে।

তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্থানে সংখ্যালঘু নির্মূল করার লক্ষ্যে হত্যা, লুট, অগ্নিসংযোগ, ধর্মান্ত করণ ইত্যাদি কাজ জামাতিরা করেছে দীর্ঘ নয় মাস। মুসলমান না হওয়া হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান হওয়া ছিল অনেক মৃত্যুর কারণ। যেখানে সেখানে পুরুষের বস্ত্র উন্মোচন করে খাঁটি মুসলমান পরীক্ষা করো হতো এবং মুসলমান না হলে একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদন্ড। মুনতাসীর মামুন ” রাজাকারের মন” নামক বইয়ের একানব্বই পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ‘প্রায় সাত-আটশো লোককে আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলমান করা হয় এবং গরু জবাই করে মেজবানী বা প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করার জন্য হিন্দু নারী সহ নবমুসলমানদের বাধ্য করা হয়, শুধু প্রীতিভোজের মধ্যে ফতোয়া সীমবিদ্ধ থাকে না। পিস কমিটির ইচ্ছানুযায়ী বিবাহযোগ্য নবমুসলিম কন্যাদের একটি অংশ কমিটির অনুগত যুবকদের বাড়িতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। সমগ্র দেশে এ রকম ঘটনার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রসঙ্গত; ১৯০৫ সালে ঢাকার বুকে মুসলিম লীগের জন্ম এবং শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক সাহেব ঐতিহাসিক লাহোর বৈঠকে পাকিস্থান প্রস্তাব করেছিলেন এবং পাশ করা হলো ২৩ শে মার্চ ১৯৪০ সালে যে দিনটি আজও “পাকিস্থান দিবস” নামে অভিহিত করা হয়। বাঙালিরা পাকিস্তানী নেতাদেরকে বিশ্বাস করে খাল কেটে কুমির এনেছে বাংলাদেশে।

প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা চলছে, বাংলাদেশকে পিছনে ঠেলে নিয়ে আরেক একটা মোশরাফের রাজনীতি মার্কা পাকিস্থান বানানোর গভীর ষড়যন্ত্র। কিন্তু সত্য সর্বদা জয়ী। সত্য ও বাঙালি বুদ্ধিজীবিদের কাছে উগ্রবাদী মোল্লাদের পরাজয় সুনিশ্চিত। মইত্যা রাজাকার সরল ধর্মভীরু বাঙালির চোখে মওদুদির পাকিস্থান মার্কা ইসলামের ধোকা দিয়ে মন্ত্রী হয়েছিল বলে কি খালেদার সাথে বাঙালিদের জীবন কিনে নিয়েছিল? জনতার দরবারে জনতার সরকার আসবে। জোট সরকার প্রধান বেগম খালেদা জিয়াই ছিল দুর্নীতির প্রধান কারণ ও নাটের গুরু।
লেখক এস বড়ুয়া কথাশিল্পী ও আন্তর্জাতিক গ্রন্থকার।